দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

বরিশাল ঃ বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়করণের দাবিতে বিক্ষোভ -ইত্তেফাক

বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে বিএম কলেজ আবারো উত্তপ্ত

॥ বরিশাল অফিস ॥

পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আবারো বিএম কলেজ ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গতকাল শনিবার সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ শেষে শিক্ষার্থীরা বিএম কলেজের সম্মুখ সড়ক দু'ঘন্টাব্যাপী অবরোধ করে রাখে। এ সময় ঐ সড়কের দু'প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে শুক্রবার রাতে ক্যাম্পাসে পোস্টার লাগানো হলেও কে বা কারা তা তুলে ফেলে। জোট সরকারের আমলে বিএম কলেজকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করে। তারা যখন বিক্ষোভ করে তখন নথুল্লাবাদ এলাকায় বাস ভাংচুর করলে শ্রমিকদের সাথে হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে। ঐ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বিভাগ উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটি।

জোট সরকারের শেষদিকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নবগ্রাম রোড এলাকায় পাবলিক স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু ঐ জমির মূল্য বেশী হওয়ায় পরে জেলা প্রশাসন থেকে বরিশাল ও বাবুগঞ্জের সীমান্তবর্তী গড়িয়ারপাড় এলাকায় স্থান নির্ধারণ করে মঞ্জুরি কমিশনকে অবহিত করা হয়। (১৫শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে

(১৬শ পৃঃ পর)

ঐ স্থানটি মঞ্জুরি কমিশনের পছন্দ হলে সেখানে দ্রুত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এ খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার পর হঠাৎ করে বিএম কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়করণের দাবিতে দু'টি ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা আন্দোলন শুরু করে। এ সম্পর্কে একাধিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানান, ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কতিপয় নেতা বিএম কলেজকে উত্তপ্ত করতে এ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। এর সাথে কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোন সম্পৃক্ততা নেই।

শিক্ষকরা জানান, এ কলেজকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে সে ক্ষেত্রে সেখানে অতিরিক্ত ৫ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। আর্থিক খরচও অনেক গুণ বেড়ে যাবে। যা দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে বহন করা সম্ভব হবে না। বর্তমানে বিএম কলেজে ২২টি অনার্স ও মাস্টার্স বিষয়ে দক্ষিণাঞ্চলের ২৫ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। এ কলেজকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা দেয়া হলে সে ক্ষেত্রে দক্ষিণাঞ্চলের হাজার হাজার শিক্ষার্থী অনার্স পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।